সদকার ফযীলত

10-November-2022

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান

(Bangla)

(For Islamic Brothers)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَارَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَانُوْرَ اللّٰه

نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন। কেননা, যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন, নফল ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে এবং সাধারনভাবে মসজিদে খাওয়া-দাওয়াও জায়িয হয়ে যাবে। ইতিকাফের নিয়্যতও শুধুমাত্র খাওয়া দাওয়া বা ঘুমানোর জন্য যেনো না হয় বরং এর উদ্দেশ্য যেনো **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টি জন্যই হয়। ফতোওয়ায়ে শামীতে বর্ণিত রয়েছে: যদি কেউ মসজিদে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে চায় তবে ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কিছুক্ষণ **আল্লাহ পাকের** যিকির করুন অতঃপর যা ইচ্ছা করুন **(অর্থাৎ এবার চাইলে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে পারেন)।**

দরূদ শরীফের ফযীলত

নবীয়ে করীম, রঊফুর রহীম, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: مَنْ سَرَّهٗ اَنْ يَلْقَى اللهَ غَداً رَاضِياً، فَلْيُكْثِرِ الصَّلَاةَ عَلَيَّ অর্থাৎ যে ব্যক্তির এটা পছন্দ যে আল্লাহ পাকের দরবারে উপস্থিত হওয়ার সময় আল্লাহ পাক তার উপর সন্তুষ্ট হোক, তার উচিত আমার উপর অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করা। **(কানযুল উমাল, ১/২৫৫ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২২২৬)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اَفْضَلُ الْعَمَلِ اَلنِّيَّةُ الصَّادِقَةُ অর্থাৎ সত্য নিয়্যত সবচেয়ে উত্তম আমল। (জামে সগীর, ৮১ পৃষ্ঠা, হাদীস ১২৮৪) **হে আশিকানে রাসূল!** প্রতিটি কাজের পূর্বে ভালো ভালো নিয়্যত করার অভ্যাস গড়ুন, কেননা ভালো নিয়্যত বান্দাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেয়। বয়ান শুনার পূর্বেও ভালো ভালো নিয়্যত করে নিন! যেমন; নিয়্যত করুন! ☞ ইলম শিখার জন্য সম্পূর্ণ বয়ান শুনবো ☞ আদব সহকারে বসবো ☞ বয়ান চলাকালিন উদাসীনতা থেকে বেঁচে থাকবো ☞ নিজের সংশোধনের জন্য বয়ান শুনবো ☞ যা শুনবো অপরের নিকট পৌঁছানোর চেষ্টা করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

চার দিরহামের পরিবর্তে চারটি দোয়া

মাকতাবাতুল মদীনার কিতাব ফয়যানে সুন্নাত প্রথম খন্ডের অধ্যায় ফয়যানে بِسْمِ الله এর ৮৬ পৃষ্ঠায় শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ উদ্ধৃত করেন:

হযরত সায়্যিদুনা মনসুর বিন আম্মার رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ একবার বর্ণনা করছিলেন যে, কোন হকদার ব্যক্তি ৪টি দিরহামের জন্য আবেদন করলো। তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ঘোষণা দিলেন: "এ ব্যক্তিকে যে ৪টি দিরহাম প্রদান করবে, তার জন্য আমি চারটি দোয়া করবো।" তখন সেদিক দিয়ে একজন গোলাম যাচ্ছিলো, তখন কামিল ওলীর দয়াপুর্ণ আওয়াজ শুনে তার পা স্থির হয়ে গেলো, তার নিকট যে ৪টি দিরহাম ছিলো তা সে ঐ ব্যক্তিকে দিয়ে দিলো। হযরত সায়্যিদুনা মানসূর رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বললেন: বলো কোন ৪টি দোয়া করাতে চাও? সে আরয করলো: (১) আমি যেনো গোলামী

থেকে মুক্তি পেয়ে যাই (২) আমি যেনো ঐ দিরহামগুলোর বিনিময় পেয়ে যাই (৩) আমার এবং আমার মুনিবের যেনো তাওবা নসীব হয় (৪) আমার, আমার মুনীবের, আপনার এবং এখানে উপস্থিত সকলের যেনো গুনাহ ক্ষমা হয়ে যায়। হযরত সায়্যিদুনা মনসূর বিন আম্মার رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ হাত তুলে দোয়া করলেন, গোলাম নিজের মুনীবের নিকট দেরীতে পৌঁছলো। মুনীব দেরী করার কারণ জানতে চাইলে সে পুরো ঘটনা খুলো বললো। মুনীব জিজ্ঞাসা করলো: "প্রথম দোয়া কি ছিলো?" গোলাম বললো: আমি আরয করেছিলাম, দোয়া করুন যেনো আমি গোলামী থেকে মুক্তি পেয়ে যাই।" এটা শুনে মুনীবের মুখ থেকে তখনই বেরিয়ে এলো: "যাও তুমি গোলামী থেকে মুক্ত হয়ে গেলে।" মুনীব বললো: দ্বিতীয় দোয়া কি করেছিলে? বললো: "যে ৪টি দিরহাম দিয়েছিলাম তার বিনিময় যেন পাই।" মুনীব বলে উঠলো: "আমি তোমাকে ৪টি দিরহামের পরিবর্তে ৪ হাজার দিরহাম দিলাম।" পূনরায় জিজ্ঞাসা করলো: "তৃতীয় দোয়া কী ছিলো?" বললো: "আমার ও আমার মুনীবের যেনো গুনাহ হতে তাওবা করার সামর্থ্য লাভ হয়।" একথা শুনতেই মুনীবের মুখে ইস্তিগফার জারী হয়ে গেলো আর বলতে লাগলো: "আমি আল্লাহ পাকের দরবারে সকল গুনাহ থেকে তাওবা করছি।" আর ৪র্থ দোয়াটিও বলে দাও। বললো: "আমি আবেদন করেছি, আমার, আমার মুনীবের, আপনার এবং ইজতিমায় উপস্থিত সকল ব্যক্তির গুনাহ সমূহ যেনো ক্ষমা হয়ে যায়।" একথা শুনে মুনীব বললো: তিনটি বিষয় যা আমার আয়ত্বে ছিলো, তা আমি করে দিয়েছি, ৪র্থটি অর্থাৎ সকলের গুনাহ ক্ষমার বিষয়টি আমার আয়ত্বের বাহিরে। ঐ রাতেই মুনীব স্বপ্নের মধ্যে কাউকে বলতে শুনলো, "যা তোমার আয়ত্বে ছিলো, তা তুমি করে দিয়েছো আর আমি

"اَلرَّحۡمٰنِ اَرۡحَمُ" আমি তোমাকে, তোমার গোলামকে, মনসুরকে এবং সকল উপস্থিত ব্যক্তিদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছি।"

(ফয়যানে সুন্নাত, ফয়যানে بِسۡمِ الله, ১ম খন্ড, ৮৬ পৃষ্ঠা। রওযুর রিয়াহীন, ২২২,২২৩ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো! আল্লাহ পাকের পথে খরচ করার কিরূপ বরকত অর্জিত হয়ে থাকে। সেই গোলাম শুধুমাত্র চার দিরহাম সদকা করেছে, আর আল্লাহ পাক তাকে তার মুনিবের মাধ্যমে সেই চার (৪) দিরহামের পরিবর্তে চার (৪০০০) হাজার দিরহাম প্রদান করেন এবং সে গোলামী থেকে মুক্তির বার্তাও পেয়ে গেলো, তাছাড়া আল্লাহ পাক সেই সদকার বরকতে গোলাম এবং তার মুনিবসহ অনেক লোককে ক্ষমাও করে দিলেন। বাস্তবেই যে আল্লাহ পাকের পথে একনিষ্ঠতা সহকারে সদকা করে, আল্লাহ পাক তাকে দ্বিগুণ প্রতিদান দান করেন, বরং এর চেয়েও বেশি দান করা হয়, সুতরাং আমাদেরও উচিৎ, মাঝে মাঝে আল্লাহ পাকের পথে অবশ্যই সামর্থ্য অনুযায়ী সদকা করতে থাকা, اِنۡ شَآءَ الله আমাদের এর অসংখ্য দ্বীনি ও দুনিয়াবী বরকত অর্জিত হবে। আল্লাহ পাকের পথে সদকা ও খয়রাত করার গুরুত্ব ও ফযীলতের অনুমান এই বিষয়টি দ্বারা করুন যে, স্বয়ং আমাদের প্রিয় আল্লাহ পাক কুরআনে মাজীদ, ফোরকানে হামিদে সদকা ও খয়রাত করার আদেশ ইরশাদ করেছেন এবং বিভিন্ন স্থানে সদকা ও খয়রাত প্রদানকারীদের প্রশংসাও করেছেন, যেমনটি সূরা বাকারার প্রথমদিকের আয়াতে সদকা ও খয়রাত প্রদানকারীদেরকে হেদায়াতের সুসংবাদ শুনানো হয়েছে, যেমনটি আল্লাহ পাকের বাণী হচ্ছে:

هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ ۙ﴿۲﴾ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَ مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ۙ﴿۳﴾

(১ম পারা, সূরা বাকারা, আয়াত ২, ৩)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: তাতে হিদায়ত রয়েছে খোদাভীতি সম্পন্নদের জন্য, তারাই, যারা না দেখে ঈমান আনে নামায কায়েম রাখে এবং আমার প্রদত্ত জীবিকা থেকে আমার পথে ব্যয় করে।

সদররুল আফাযিল হযরত আল্লামা মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ নঈমউদ্দীন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আয়াতে মোবারাকার এই অংশ: (وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ) এর আলোকে বলেন: আল্লাহ পাকের পথে ব্যয় করা দ্বারা হয়তো যাকাত উদ্দেশ্য, যেমনটি অপর স্থানে ইরশাদ করেন: يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ (অর্থাৎ তারা নামায কায়েম করে এবং যাকাত প্রদান করে) অথবা ‘সাধারণ ব্যয়’ তা ফরয হোক বা ওয়াজিব, যেমন; যাকাত, মান্নত, নিজের এবং স্বীয় পরিবারের ব্যয় নির্বাহ করা ইত্যাদি। কিংবা ‘মুস্তাহাব ব্যয়’, যেমন; নফল সদকা এবং মৃত ব্যক্তির জন্য ইছালে সাওয়াব করা। মাসআলা: গেয়ারভী শরীফ, ফাতেহা খানি, তীজাহ (মৃত ব্যক্তির জন্য তৃতীয় দিবসে ইছালে সাওয়াবের আয়োজন), চেহলাম ইত্যাদিও অন্তর্ভূক্ত, এগুলোও নফল সদকা। (খাযায়িনুল ইরফান, ৫ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসলেই অনেক সৌভাগ্যবান সেই মুসলমান, যারা নিজের সম্পদের ওয়াজিব হকগুলো আদায় করে, আনন্দচিত্তে যথাসময়ে যাকাত ও ফিতরা আদায় করে, নিজের সম্পদ পিতামাতা, ভাইবোন এবং সন্তানদের জন্য ব্যয় করে, আপন আত্মীয় স্বজনের মৃত্যুতে ইছালে সাওয়াবের জন্য মিসকিনদের আহার করায়, ভাল ভাল নিয়্যতে মেডিকেল বানায়, সাধারণ লোকের অধিকারের প্রতি সজাগ

থেকে একনিষ্টতা সহকারে কুরআন খানি, ইজতিমায়ে যিকির ও নাত এবং আশিকানে রাসূলের সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় ব্যয় করে, মসজিদ ও মাদরাসা এবং জামেয়া ইত্যাদি নির্মাণ ও উন্নতি এবং দৈনন্দিন ব্যয় বহন করে। আল্লাহ পাক তাদেরকে আপন অনুগ্রহে দ্বিগুণ বরং এর চেয়েও বেশি দান করবেন, আসুন! আমরাও নিয়্যত করি যে, আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির জন্য নিজের অনুদান দা'ওয়াতে ইসলামীকে দিবো এবং অপরকেও এর প্রতি উৎসাহ প্রদান করবো اِنْ شَآءَ الله

সদকার সংজ্ঞা

আসুন! সদকার সংজ্ঞাও জেনে নিই, সদকা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো যে, কোন জিনিষ আল্লাহ পাকের পথে দিয়ে দেয়া এবং এর মাধ্যমে মানুষের মাঝে নিজের বাহ বাহ পাওয়া উদ্দেশ্য না হওয়া, বরং আল্লাহ পাকের দরবার থেকে সাওয়াব অর্জনের নিয়্যত করা। **(কিতাবুত তারিফাত, বাবুস সদ, ৯৪ পৃষ্ঠা)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِیْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সদকার বর্ণনাকৃত সংজ্ঞার প্রসঙ্গে এটাও জানা গেলো যে, সত্যিকার সদকা হলো তাই, যার উদ্দেশ্য লৌকিকতা, দুনিয়ার ভালবাসা এবং মানুষের মাঝে নিজের বাহ্ বাহ্ পাওয়া না হয়, বরং তা শুধুমাত্র আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি ও খুশি এবং তাঁর পক্ষ থেকে অর্জিত সাওয়াব অর্জন করার উদ্দেশ্যে দেয়া হয়েছে। মানুষ যে জিনিস আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য সদকা করছে তা প্রয়োজনীয় হওয়ার পাশাপাশি ভাল, উত্তম এবং কাঙ্ক্ষিত ও পছন্দনীয়ও হওয়া চাই, যেমন; কুরআনে পাকে আল্লাহ পাক ৪র্থ পারার সূরা আলে ইমরানের ৯২ নং আয়াতে ইরশাদ করেন:

لَنۡ تَنَالُوا الۡبِرَّ حَتّٰی تُنۡفِقُوۡا مِمَّا تُحِبُّوۡنَ ۬ؕ وَ مَا تُنۡفِقُوۡا مِنۡ شَیۡءٍ فَاِنَّ اللّٰہَ بِہٖ عَلِیۡمٌ ﴿۹۲﴾

(৪র্থ পারা, সূরা আলে ইমরান, আয়াত ৯২)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: তোমরা কখনো পূণ্য পর্যন্ত পৌছবেনা যতক্ষণ আল্লাহর পথে আপন প্রিয়বস্তু ব্যয় করবে না এবং তোমরা যা কিছু ব্যয় করো তা আল্লাহর জানা আছে।

সদরুল আফাযিল হযরত আল্লামা মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ নঈমউদ্দীন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এই আয়াতের তাফসীরে বলেন: হযরত ইবনে ওমর رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا বলেন: এখানে 'ব্যয় করা' ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, সব ধরনের সদকা এতে অন্তর্ভূক্ত, অর্থাৎ ওয়াজিব সদকা হোক কিংবা নফল সদকা এতে অন্তর্ভূক্ত। হযরত হাসান (বসরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه) এর অভিমত হচ্ছে, যে সম্পদ মুসলমানদের নিকট প্রিয় আর তা আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির জন্য ব্যয় করে, তারা এই আয়াতের অন্তর্ভূক্ত; যদিও তা একটি খেজুরও হোক না কেন।

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَضِیَ اللهُ عَنْهُ চিনির বস্তা কিনে সদকা করতেন, তাঁকে বলা হলো: এর মূল্য কেন সদকা করেন না? তিনি বললেন: চিনি আমার অত্যধিক প্রিয় ও পছন্দনীয়, আমি চাই আল্লাহ পাকের পথে আমার প্রিয় বস্তু ব্যয় করতে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো! স্বয়ং আল্লাহ পাকই আপন প্রিয় বস্তু ব্যয় করার উৎসাহ প্রদান করছেন, সুতরাং আমাদের উচিৎ, কৃপণতা না করে ভাল ভাল নিয়্যত এবং একনিষ্টতা সহকারে মন খুলে সদকা ও খয়রাত করা। প্রকাশ্য যে, আমাদের নিকট যা

কিছুই রয়েছে, তা আল্লাহ পাকেরই প্রদত্ত, সুতরাং তাঁরই প্রদত্ত সম্পদ থেকে তারই সন্তুষ্টির জন্য সদকা করা নিঃসন্দেহে নেয়ামত আরো বৃদ্ধি করার মাধ্যম, আর এর বিপরীতে সামর্থ্য থাকা স্বত্বেও সদকা ও খয়রাত করা থেকে বিরত থাকা, আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে অর্জিত নেয়ামত সমূহ থেকে বঞ্চিত হওয়ার কারণ হতে পারে।

হযরত আসমা বিনতে আবু বকর رَضِیَ اللہُ عَنۡہُمَا থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আমাকে ইরশাদ করেছেন: সদকা করার ক্ষেত্রে হাতকে সংকুচিত করো না, নয়তো তোমাদের প্রতিও সংকুচিত করে দেয়া হবে। **(বুখারী, কিতাবুয যাকাত, বাবুত তাহরিদি আলাস সদকা, ১/৪৮৩, হাদীস নং-১৪৩৩)**

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب!   صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জীবনকে গণিমত মনে করুন! নিশ্চয় এই জীবন যেমন একটি মহান নেয়ামত, তেমনই আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে আমাদের জন্য নেকী অর্জন এবং আখিরাত সজ্জিত করার সেরা সুযোগও রয়েছে। সুতরাং যতটুকু নিশ্বাস অবশিষ্ট আছে, তাতে দ্রুত নেকী অর্জন করুন, অধিকহারে সদকা ও খয়রাত করে নিন, নয়তো মৃত্যুর বার্তা আসার পর এই সুযোগ শেষ হয়ে যাবে, অতঃপর চাইলেও আর সুযোগ পাবে না। আল্লাহ পাক ২৮তম পারার সূরা মুনাফিকুনের ১০ ও ১১নং আয়াতে ইরশাদ করেন:

وَاَنۡفِقُوۡا مِنۡ مَّا رَزَقۡنٰكُمۡ مِّنۡ قَبۡلِ اَنۡ یَّاۡتِیَ اَحَدَكُمُ الۡمَوۡتُ فَیَقُوۡلَ رَبِّ لَوۡلَاۤ اَخَّرۡتَنِیۡۤ اِلٰۤی اَجَلٍ قَرِیۡبٍ ۙ فَاَصَّدَّقَ وَاَكُنۡ مِّنَ الصّٰلِحِیۡنَ ﴿۱۰﴾ وَلَنۡ یُّؤَخِّرَ اللّٰهُ نَفۡسًا اِذَا جَآءَ اَجَلُهَا ؕ

(৪র্থ পারা, সূরা আলে ইমরান, আয়াত ৯২)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর আমার প্রদত্ত (রিযিক) থেকে কিছু আমার পথে ব্যয় করো এর পূর্বে যে, তোমাদের মধ্যে কারো নিকট মৃত্যু এসে পড়বে। অতঃপর বলতে থাকবে, 'হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে কিছু সময়ের জন্য কেন অবকাশ দিলে না? যাতে আমি দান সদকা করতাম এবং সৎকর্ম পরায়ণদের অন্তর্ভূক্ত হতাম! এবং কখনো আল্লাহ কোন প্রাণকে অবকাশ দেবেন না যখন তার প্রতিশ্রুতি (নির্ধারিত সময়) এসে পড়বে।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এতে কোন সন্দেহ নেই যে, মানুষের নিজস্ব সম্পদ যা আসলে তার আখিরাতে কাজে আসবে, তাকে আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি ও খুশি অর্জন করিয়ে দিবে এবং তাই দোযখের আগুন থেকে বাঁচাবে, যা সে সদকা ও খয়রাত আকারে নেক কাজে ব্যয় করে দিয়েছে। যাহোক ঐ সম্পদ, যা তার নিকট বিদ্যমান এবং সে তা নিজের সম্পদই মনে করে, তাতো তার নয়ই, আসলে তো সে সম্পদ তার ওয়ারিশদের।

হযরত সায়্যিদুনা হারিস বিন সুয়াইদ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡهُ থেকে বর্ণিত, নবীয়ে রহমত, শফীয়ে উম্মত صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اَیُّكُمۡ مَالُ وَارِثِهٖ اَحَبُّ اِلَـیۡهِ مِنۡ مَالِهٖ তোমাদের মধ্যে কার নিজের সম্পদের চেয়ে বেশি ওয়ারিশদের সম্পদ পছন্দ? সাহাবায়ে কিরাম عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان আরয করলেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! مَا مِنَّا اَحَدٌ اِلَّا مَالُهٗ اَحَبُّ اِلَـیۡهِ আমাদের মধ্যে সবারই নিজের সম্পদই বেশি পছন্দ। তিনি صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন:

فَاِنَّ مَالَـهُ مَا قَـدَّمَ وَمَالَ وَارِثِهٖ مَا اَخَّرَ মানুষের নিজস্ব সম্পদ তো তা, যা সে পূর্বেই প্রেরণ করে দিয়েছে (অর্থাৎ আল্লাহ পাকের পথে ব্যয় করে দিয়েছে) এবং যা সে পরবর্তীতে (দুনিয়ায়) রেখে গিয়েছে, তা তার ওয়ারিশদের সম্পদ।

(সহীহ বুখারী, কিতাবুর রিকাক, ৫৩১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৬৪৪২)

হাদীসে মোবারাকা সমূহে সদকার অসংখ্য ফযীলত বর্ণিত হয়েছে, আসুন! এসম্পর্কে প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর আটটি বাণী শ্রবণ করি।

সদকার ফযীলত সম্বলিত প্রিয় নবী ﷺ এর ৮টি বাণী

১. اَلصَّدَقَةُ تَسُدُّ سَبۡعِیۡنَ بَابًا مِّنَ السُّوۡءِ অর্থাৎ সদকা অমঙ্গলের ৭০টি দরজা বন্ধ করে দেয়। (আল মু'জামুল কবীর, ৪/২৭৪, হাদীস নং-৪৪০২)

২. كُلُّ امۡرِئٍ فِیۡ ظِلِّ صَدَقَتِهٖ حَتّٰی یُقۡضٰی بَیۡنَ النَّاسِ অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তি (কিয়ামতের দিন) নিজের সদকার ছায়ায় থাকবে, এমনকি মানুষের মাঝে ফয়সালা করে দেয়া হবে। (আল মু'জামুল কবীর, ১৭/২৮০, হাদীস নং-৭৭১)

৩. اِنَّ الصَّدَقَةَ لَتُطۡفِئُ عَنۡ اَہۡلِهَا حَرَّ الۡقُبُوۡرِ وَ اِنَّمَا یَسۡتَظِلُّ الۡمُؤۡمِنُ یَوۡمَ الۡقِیَامَةِ فِیۡ ظِلِّ صَدَقَتِهٖ অর্থাৎ নিশ্চয় সদকা প্রদানকারীকে সদকা কবরের গরম (উষ্ণতা) থেকে রক্ষা করবে এবং নিঃসন্দেহে মুসলমান কিয়ামতের দিন নিজ সদকার ছায়ায় থাকবে। (শুয়াবুল ঈমান, বাবুয যাকাত, ৩/২১২, হাদীস নং-৩৩৪৭)

৪. اَلصَّلٰوۃُ بُرۡهَانٌ وَ الصَّوۡمُ جُنَّةٌ وَ الصَّدَقَةُ تُطۡفِئُ الۡخَطِیۡئَةَ کَمَا یُطۡفِئُ الۡمَاءُ النَّارَ অর্থাৎ নামায হলো (ঈমানের) দলীল এবং রোযা হলো (গুনাহের) ঢাল স্বরূপ আর সদকা গুনাহকে এভাবে মিটিয়ে দেয়, যেমনিভাবে পানি আগুনকে।

(তিরমিযী, আবওয়াবুস সফর, বাবু মা যিকরে ফি ফদলুস সালাত, ২/১১৮, হাদীস নং-৬১৪)

৫. بَاكِرُوْا بِالصَّدَقَةِ فَاِنَّ الْبَلَاءَ لَا يَتَخَطَّى الصَّدَقَةَ অর্থাৎ ভোরে সদকা করো, কেননা বিপদাপদ সদকার আগে কদম বাড়ায় না।

(শুয়াবুল ঈমান, বাবু ফিয যাকাত, ৩/২১৪, হাদীস নং-৩৩৫৩)

৬. اِنَّ صَدَقَةَ الْمُسْلِمِ تَزِيْدُ فِي الْعُمْرِ وَ تَمْنَعُ مِيْتَةَ السُّوْءِ وَ يُذْهِبُ اللهُ الْكِبْرَ وَ الْفَخْرَ অর্থাৎ নিশ্চয় মুসলমানের সদকা বয়স বৃদ্ধি করে এবং মন্দ মৃত্যুকে প্রতিরোধ করে আর আল্লাহ পাক এর বরকতে সদকা প্রদানকারী থেকে অহঙ্কার ও গর্ব (মন্দ স্বভাব) দূর করে দেয়। **(আল মু'জামুল কবীর, ১৭/২২, হাদীস নং-৩১)**

৭. اِنَّهَا حِجَابٌ مِّنَ النَّارِ لِمَنِ احْتَسَبَهَا يَبْتَغِيْ بِهَا وَجْهَ اللّٰهِ অর্থাৎ যে আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির জন্য সদকা প্রদান করে, তবে তা (সদকা) তার এবং আগুনের মধ্যখানে পর্দা হয়ে যায়।

(মু'জামুয যাওয়ায়িদ, কিতাবুয যাকাত, বাবু ফদলুস সদকাতি, ৩/২৮৬, হাদীস নং-৪৬১৭)

৮. اِنَّ الصَّدَقَةَ لَتُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ وَ تَدْفَعُ مِيْتَةَ السُّوْءِ অর্থাৎ নিশ্চয় সদকা আল্লাহ পাকের গযবকে প্রশমিত করে এবং মন্দ মৃত্যুকে প্রতিরোধ করে।

(তিরমিযী, কিতাবুয যাকাত, বাবু মা'জা ফি ফদলুস সদকাত, ২/১৪৬, হাদীস নং-৬৬৪)

হাকীমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই সর্বশেষ হাদীসে পাকের ব্যাখ্যায় বলেন: সদকা প্রদানকারী দানশীলের জীবনও উত্তম হয়ে থাকে, প্রথমত: তার দুনিয়াবী বিপদাপদ আসেই না এবং যদি পরীক্ষামূলক এসেও যায় তবে আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে তার প্রশান্ত হৃদয় নসীব হয়, যা দ্বারা সে ধৈর্য্য ধারণ করে সাওয়াব অর্জন করে নেয়, মোটকথা তার জন্য বিপদাপদ গুনাহ নিয়ে আসে না, মাগফিরাত নিয়ে আসে, মন্দ মৃত্যু মানে হলো খারাপ শেষ পরিণতি বা হঠাৎ উদাসীনতার মৃত্যু অথবা মৃত্যুর সময় এরূপ নিদর্শন প্রকাশ হওয়া যা মৃত্যুর পর দূর্নামের কারণ হয় এবং এমন কঠিন রোগ যা মৃতের মনে ভয়

সপ্তার করে আল্লাহ পাকের যিকির থেকে উদাসীন করে দেয়, মোটকথা দানশীল ব্যক্তি ঐ সকল অমঙ্গল থেকে নিরাপদ থাকে।

(মিরাতুল মানাজিহ শরহে মিশকাতুল মাসাবিহ, ৩য় খন্ড, ১০৩ পৃষ্ঠা)

হযরত আবু কাবশা আনমারী رَضِیَ اللہُ عَنۡہُ থেকে বর্ণিত, তিনি নবীয়ে আকরাম, শাহানশাহে বনি আদম, হুযুর পুরনূর صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে ইরশাদ করতে শুনেছি, তিনটি বিষয় এমন, যার প্রতি আমি শপথ করছি এবং একটি বিষয় সম্পর্কে তোমাদের সংবাদ দিচ্ছি,তা স্মরণ রাখো, ইরশাদ করলেন: কোন বান্দার সম্পদ সদকা করাতে কমে যায়না এবং কেউ যদি অত্যাচার করে এবং সে এতে ধৈর্য্য ধারণ করে, তবে আল্লাহ পাক তার সম্মান বাড়িয়ে দেন এবং কেউ যদি (নিজের জন্য) ভিক্ষার দরজা খুলে নেয়,তবে আল্লাহ পাক তার প্রতি অভাবের দরজা খুলে দেন এবং তোমাদের আরো একটি বিষয় জানিয়ে রাখছি, তা স্মরণ রেখো, ইরশাদ করলেন: দুনিয়া হচ্ছে চার প্রকার বান্দাদের। (১) ঐ বান্দার, যাকে আল্লাহ পাক সম্পদ এবং জ্ঞান দিয়েছেন, আর সে এতে আল্লাহ পাককে ভয় করে (এবং নেক আমল করে), আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করে এবং এতে আল্লাহ পাকের হক সমূহ সম্পর্কে জানে (সদকা ও যাকাত আদায় করে) এরূপ ব্যক্তি উত্তম মর্যাদাবান। (২) ঐ বান্দা, যাকে আল্লাহ পাক জ্ঞান দিয়েছে এবং সম্পদ দেননি, সে একনিষ্ঠ নিয়্যতে বলে যে, যদি আমার নিকট সম্পদ হতো তবে আমি অমুকের (পূর্ববর্তী ব্যক্তি) ন্যায় আমল করতাম, সে তার এই নিয়্যতের প্রতিফল পাবে এবং এই দু'জন (প্রথম ও দ্বিতীয়) সাওয়াবের ক্ষেত্রে সমান। (৩) ঐ বান্দা, যাকে আল্লাহ পাক সম্পদ দিয়েছে এবং জ্ঞান দেননি, সে নিজের সম্পদ কোন চিন্তা ভাবনা ছাড়াই ব্যয় করে, এতে আপন প্রতিপালককে ভয় করেনা, আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করেনা

এবং এতে আল্লাহ পাকের হক সমূহ সম্পর্কে জানেনা (সদকা ও যাকাত আদায় করেনা), এই ব্যক্তি নিকৃষ্ট পর্যায়ের। (৪) ঐ বান্দা, যাকে আল্লাহ পাক সম্পদও দেয়নি এবং জ্ঞানও দেয়নি, সে বলে যে, যদি আমার নিকট সম্পদ থাকতো তবে আমি অমুকের (তৃতীয় ব্যক্তি) ন্যায় ব্যয় করতাম, সে তার নিয়্যতের প্রতিফল পাবে এবং এই দু'জনের (তৃতীয় এবং চতুর্থ ব্যক্তি) গুনাহ সমান। **(মিরাতুল মানাজিহ শরহে মিশকাতুল মাসাবিহ, ৭ম খন্ড, ৯৯ পৃষ্ঠা)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! কিছু লোক যারা নিজের সম্পদ থেকে কিছু অংশ আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির জন্য ব্যয় করে, অনুরূপভাবে কিছু লোক যারা অভাবের কারণে সম্পদ ব্যয় তো করতে পারেনা, কিন্তু তাদের এরূপ ইচ্ছা হয় যে, যদি আমার নিকট সম্পদ আসে তবে আমিও আল্লাহ পাকের পথে ব্যয় করবো, এরূপ সৌভাগ্যবানদের সম্পর্কে হাদীসে পাকে ইরশাদ করা হয়েছে যে, তারা উত্তম মর্যাদার অধিকারী হবে। আহ! আমরাও যদি ঐসকল সৌভাগ্যবানদের মাঝে অন্তর্ভূক্ত হয়ে যেতাম এবং বুযুর্গানে দ্বীনদের رَحِمَهُمُ اللهُ الْمُبِيْن পদ্ধতি অনুসারে চলে প্রবল আগ্রহের সহিত সদকা ও খয়রাত প্রদানকারী হয়ে যেতাম। আমাদের বুযুর্গানে দ্বীনদের رَحِمَهُمُ اللهُ الْمُبِيْن সদকা প্রদানের প্রেরণা এরূপ ছিলো যে, যদি তাঁদের নিকট কোন ভিক্ষুক আসতো, তবে এই পবিত্র আত্মারা কখনোই তাদের খালি হাতে ফিরিয়ে দিতেন না, যদিওবা তাদেরকে দেয়ার পর নিজের জন্য কিছুই অবশিষ্ট না থাকে, অর্থাৎ তাদের আল্লাহ পাকের প্রতি এরূপ দৃঢ় বিশ্বাস থাকতো যে, শুধু অতিরিক্ত দ্রব্যাদী নয় বরং নিজের প্রয়োজনীয় জিনিসও সদকা করে দিতেন। আসুন! এপ্রসঙ্গে কয়েকটি ঘটনাবলী শ্রবণ করি।

জান্নাতে ঘরের জামানত

এক ব্যক্তি খোরাসান থেকে বসরা এলো এবং সে প্রসিদ্ধ আল্লাহর অলী হযরত সায়্যিদুনা হাবীর আযমী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর নিকট আমানত স্বরূপ দশ হাজার (১০০০০) দিরহাম গচ্ছিত রাখে এবং বললো যে, আপনি আমার জন্য বসরায় একটি ঘর কিনবেন, যেনো যখন আমি মক্কা থেকে ফিরে আসবো তখন সেই ঘরে থাকতে পারি (একথা বলে চলে গেলো)। এমতাবস্থায় মানুষ আটার উচ্চমূল্যের সম্মুখীন হলো, তখন হযরত হাবীব আযমী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ সেই দিরহামগুলো দ্বারা আটা কিনে সদকা করে দিলেন, তাকে বলা হলো, সেই ব্যক্তি তো আপনাকে ঘর কিনার জন্য বলেছিলেন! বললেন: আমি তার জন্য জান্নাতে ঘর নিয়ে নিয়েছি! যদি সে এতে খুশি থাকে তবে তো ঠিক আছে, নয়তো আমি তাকে দশ হাজার (১০০০০) দিরহাম ফিরিয়ে দিবো। অতঃপর যখন সে ফিরে এলো তখন জিজ্ঞাসা করলো: হে আবু মুহাম্মদ رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ! (এটি হযরত হাবীব আযমী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর উপনাম ছিলো) আপনি কি ঘর কিনে নিয়েছেন? উত্তর দিলেন: হ্যাঁ! অট্টালিকা, নদী এবং গাছ পালাসহ, তখন সেই ব্যক্তি অনেক খুশি হলো, অতঃপর বলতে লাগলো: আমি তাতে থাকতে চাই, তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বললেন: আমি সেই ঘর আল্লাহ পাকের নিকট থেকে জান্নাতে কিনেছি! একথা শুনে সেই ব্যক্তি খুশি আরো বৃদ্ধি পেলো, তার স্ত্রী বললো: তাঁকে বলুন যে, তাঁর জামানতের একটি দলীল লিখে দিতে, তখন হযরত হাবীব আযমী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ লিখলেন: "بِسۡمِ اللهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ যে ঘর হাবীব আযমী অট্টালিকা, নদী এবং গাছপালাসহ দশ হাজার (১০০০০) দিরহামে আল্লাহ পাকের নিকট থেকে অমুক বিন অমুকের জন্য জান্নাতে কিনেছে, এটি তারই দলিল। এবার আল্লাহ পাকের দয়াময় দায়িত্ব যে, তিনি যেনো হাবীব

আযমীর জামানত পূরণ করে দেন।” কিছুদিন পর সেই ব্যক্তি ইন্তিকাল করলো। সে এই ওসীয়ত করেছিলো যে, আমার কাফনে এই কাগজের টুকরোটি দিয়ে দিবে। (দাফনের পর) যখন সকাল হলো তখন লোকেরা দেখলো যে, সেই ব্যক্তির কবরে একটি কাগজের টুকরো, যাতে লেখা রয়েছে যে, এটি হাবীব আযমীর জন্য ঐ ঘর হতে মুক্তিনামা, যা সে অমুক ব্যক্তির জন্য কিনেছিলো, আল্লাহ পাক ঐ ব্যক্তিকে সেই ঘর প্রদান করেছেন। সেই চিঠিটি হাবীব আযমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ নিয়ে গেলেন এবং তিনি অনেক কাঁদলেন আর বললেন: এটি আল্লাহ পাক পক্ষ হতে আমার জন্য মুক্তিনামা। **(নুজহাতুল মাজালিস, বাবু ফি ফদলুস সদকা..., ২য় খন্ড, ৬ পৃষ্ঠা)**

মনে রাখবেন! বর্ণনাকৃত ঘটনায় আল্লাহ পাকের অলী হযরত সায়্যিদুনা হাবীব আযমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর আমানতসমূহ ব্যবহার করে নেয়া এবং মানুষের মাঝে সদকা করে দেয়া, আল্লাহর আউলিয়াদের বিশেষ অবস্থা ও বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগের ঘটনাবলী থেকে একটি ঘটনা, নয়তো প্রত্যেকের জন্য শরীয়াতে এই বিষয়ে অনুমতি নেই যে, কারো আমানতকে নিজের জন্য ব্যবহার করে নেয়া বা তা অন্য লোকের জন্য ব্যয় করে দেয়া।

অতুলনীয় তাওয়াক্কুল এবং অনুপম সদকা

অনুরূপভাবে হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا থেকে বর্ণিত, এক মিসকিন তাঁর নিকট ভিক্ষা চাইলো, আর তিনি رَضِیَ اللهُ عَنْهَا ছিলেন রোযাদার এবং ঘরে একটি রুটি ছাড়া আর কিছুই ছিলো না। তিনি رَضِیَ اللهُ عَنْهَا তাঁর খাদেমাকে বললেন: তাকে এই রুটিটি দিয়ে দাও। তখন খাদেমা বললো: আপনার ইফতারের জন্য এছাড়া আর কিছু নেই, সায়্যিদা আয়েশা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا বললেন: তাকে সেই রুটি দিয়ে দাও। খাদেমা বর্ণনা

করলো, আমি সেই রুটি তাকে দিয়ে দিলাম, এখনো সন্ধ্যা হয়নি যে, আহলে বাইতের মধ্য থেকে কেউ বা অন্য কোন ব্যক্তি যিনি উপহার দিয়ে থাকেন, তাঁকে (হযরত আয়েশা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا কে) উপহার স্বরূপ একটি ছাগল পাঠালেন, আগমনকারী সেই মাংসকে একটি কাপড় দ্বারা ঢেকে আনলেন। তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا তাঁর খাদেমাকে ডেকে বললেন: নাও এখান থেকে খাও, এটি তোমার ঐ রুটির চেয়ে উত্তম।

(শুয়াবুল ঈমান, বাবু ফিয যাকাত, ফসলূ ফি'মা জা'আ ফিল ঈসার, ৩/২৬০, হাদীস নং-৩৪৮২)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এটি ছিলো আল্লাহ ওয়ালাদের আচরণ, যেমনই হোক সদকা দিতেন, এটিই কারণ যে, আল্লাহ পাক তাঁদের ভরসার কারণেই তাঁদেরকে উত্তম প্রতিদান দান করেন।

আপন যুগের আবদাল হযরত সায়্যিদুনা আবু জাফর বিন খাত্তাব رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলেন: আমার ঘরের দরজায় এক ভিক্ষুক ভিক্ষা চাইলো, আমি মুহতরমা স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলাম: তোমার নিকট কি কিছু আছে? উত্তর পেলাম: চারটি ডিম আছে। আমি বললাম: ভিক্ষুককে দিয়ে দাও। তিনি তাই করেলেন। ভিক্ষুক ডিম নিয়ে চলে গেলো। তখনও সামান্য সময় অতিবাহিত হয়েছে যে, আমার নিকট এক বন্ধু ডিমে ভরা একটি ঝুড়ি পাঠালো। আমি পরিবারকে (স্ত্রীকে) জিজ্ঞাসা করলাম: এতে মোট কয়টা ডিম আছে? সে বললো: ত্রিশটি। আমি বললাম: তুমি তো ভিক্ষুককে চারটি ডিম দিয়েছিলে, এই ত্রিশটি কোন হিসাবে এলো! বললো: ত্রিশটি ভাল এবং দশটি ভাঙ্গা।

হযরত সায়্যিদুনা শায়খ আল্লামা ইয়াফেয়ে ইয়ামনি رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলেন: অনেকে এই ঘটনা সম্পর্কে এটাই বর্ণনা করেন যে, ভিক্ষুককে যে ডিম দেয়া হয়েছিলো তাতে তিনটি ডিম ভাল এবং একটি ডিম ভাঙ্গা

ছিলো। আল্লাহ পাক প্রতিটির বদলে দশটি করে দান করেছেন। ভাল ডিমের বদলে ভাল এবং ভাঙ্গা ডিমের বদলে ভাঙ্গা।

(ফয়যানে সুন্নাত, খাবারের আদব অধ্যায়, ১ম খন্ড, ৩৮২ পৃষ্ঠা। রওযুর রিয়াহীন, ১৫১ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب!　　صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের বুযুর্গানে দ্বীনরা رَحِمَهُمُ اللّٰهُ الْمُبِيْن শুধু নিজেরা অধিকহারে সদকা ও খয়রাত করতেন না বরং অন্যান্যদেরকেও এই কল্যাণময় কাজে অনেক উৎসাহ প্রদান করতেন, আসুন! এপ্রসঙ্গে তিনটি বাণী শ্রবণ করি:

(১) সর্বাবস্থায় সদকা করো

আমীরুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদুনা আলীউল মুরতাদ্বা كَرَّمَ اللّٰهُ وَجْهَهُ الْكَرِيْم বলেন: যদি তোমার নিকট দুনিয়ার সম্পদ আসে, তবে তার মধ্য থেকে কিছু ব্যয় করো, কেননা ব্যয় করাতে তা শেষ হয়ে যায়না এবং যদি দুনিয়ার সম্পদ তোমার প্রতি বিমূখ হতে থাকে, তবুও এর মধ্য থেকে কিছু ব্যয় করো, কেননা তা অবশিষ্ট থাকার নয়। **(ইহইয়াউল উলুম, ৩/৭৩৮)**

(২) দানশীলতা কি?

হযরত সায়্যিদুনা হাসান বসরী رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْه থেকে জিজ্ঞাসা করা হলো যে, দানশীলতা কি? বললেন: আল্লাহ পাকের জন্য নিজের সম্পদ অধিকহারে ব্যয় করা। অতঃপর জিজ্ঞাসা করা হলো: সতর্কতা কি? বললেন: আল্লাহ পাকের জন্য সম্পদকে জমা করে রাখা, আরো জিজ্ঞাসা করা হলো: অপচয় কি? বললেন: ক্ষমতার আকাংখায় সম্পদ ব্যয় করা।

(ইহইয়াউল উলুম, ৩/৭৩৯)

(৩) ক্ষমা ও দানশীলতা ঈমানের অংশ

হযরত সায়্যিদুনা হুযাইফা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: দ্বীনের ক্ষেত্রে গুনাহগার এবং জীবনে সহায়হীন ও দুরাবস্থা সম্পন্ন অনেক লোক শুধু নিজের দানশীলতার কারণেই জান্নাতে প্রবেশ করবে। **(ইহইয়াউল উলুম, ৩/৭৪০)**

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

আর্থিক ইবাদতের গ্রহণযোগ্যতা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যাকাত এবং সদকা ও খয়রাতকে আর্থিক ইবাদতে গন্য করা হয় এবং এই ইবাদতের সামর্থ্য আল্লাহ পাক সম্পদশালীদেরকেই দিয়েছেন, গরীব ও মিসকিন লোকদের চাহিদা পূরণ হওয়ার পাশাপাশি সম্পদ যেনো এক জায়গায় জমা হয়ে না যায়, বরং পুরো সমাজে যেনো বিবর্তন হতে থাকে। তাছাড়া আল্লাহ পাক সম্পদকে গরীব ও মিসকিনদের মাঝে ব্যয় করাকে নিজের সন্তুষ্টির মাধ্যম বলে ঘোষণা করে দিয়েছেন, সুতরাং যদি কোন ব্যক্তি কোন গরীব ও মিসকিন ব্যক্তিকে আর্থিক সাহায্য করে, তার প্রতি দয়া করে তবে একে নিজের সৌভাগ্য মনে করবে এবং কখনোই সেই গরীবকে খোঁটা দিয়ে তাকে লজ্জিত করবে না। মনে রাখবেন! ঐ সদকার সাওয়াব অর্জিত হয়, যার পরবর্তীতে খোঁটা দেয়া হয়না। আল্লাহ পাক তাঁর পথে ব্যয়কারীদের সম্পর্কে ৩য় পারার সূরা বাকারার ২৬২ ও ২৬৩ নং আয়াতে ইরশাদ করেন:

ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَٰلَهُمْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَآ أَنفَقُوا۟ مَنًّا وَلَآ أَذًى ۙ لَّهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٦٢﴾ قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّن صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَآ أَذًى ۗ

(১ম পারা, সূরা বাকারা, আয়াত ২৬২, ২৬৩)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: ঐসব লোক, যারা স্বীয় সম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় করে, অতঃপর ব্যয় করার পর না খোঁটা দেয়, না ক্লেশ দেয়, তাদের প্রতিদান তাদের প্রতিপালকের নিকট রয়েছে এবং তাদের না আছে কোন আশংকা না আছে কোন দুঃখ। ভালো কথা বলা এবং ক্ষমা করা, সেই সদকা অপেক্ষা শ্রেয়তর, যারপর ক্লেশ দেয়া হয়।

হযরত আল্লামা আলাউদ্দিন আলী বিন মুহাম্মদ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাফসীরে খাযিনে এই আয়াতে মোবারকার আলোকে বলেন যে, খোঁটা দেয় দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, কিছু দেয়ার পর অপরের সামনে তা প্রকাশ করা যে, আমি তাতে এতকিছু দিলাম এবং তোমার সাথে এরূপ আচরণ করলো। ব্যস এরূপ কাউকে কষ্ট ও দুঃখিত করাকে খোঁটা দেয়া বলে এবং কাউকে কষ্ট দেয়া দ্বারা উদ্দেশ্য, তাকে লজ্জা দেয়া যেমন; এরূপ বলা যে, তুমি তো নিঃস্ব ছিলে, গরীব ছিলে, অসহায় ছিলে, অকেজো ছিলে ইত্যাদি, আমি তোমাকে দেখাশোনা করেছি। আরো বলেন: যদি ভিক্ষুককে কিছু নাই দেয়া হয়, তবুও তার সাথে ভাল কথা বলুন এবং আনন্দচিত্তে এরূপ উত্তর দেয়া যে, যেনো তা তার অপছন্দ না হয় এবং যদি সে বারবার ভিক্ষা চায় বা বকবক করে তবে তাকে ক্ষমা করে দিবে (তা ঐ সদকা থেকে উত্তম, যাতে পরবর্তীতে কষ্ট দেয়া এবং খোঁটা দেয়া হয়)।

(তাফসীরে খাযিন, ৩য় পারা সূরা বাকারা, ১/২০৬)

মুসলমানের সম্মান

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! চিন্তা করুন! ইসলাম মুসলমানদের সম্মানের প্রতি কিরূপ সজাগ রয়েছে যে, যেকোন ব্যক্তি নিজ মুসলমান ভাইকে আর্থিক সাহায্য করার পর যেনো খোঁটা দিয়ে বা বিদ্রুপ করে তাকে কষ্ট না দেয়, বরং তার ব্যক্তিগত ভাবে সম্মান করবে, কেননা সদকা ও খয়রাত দেয়ার কারণে কাউকে এই অধিকার দেয়া হয়নি যে, যখনই ইচ্ছা খোঁটা দিয়ে গরীবের সম্মানকে ভূলূণ্ঠিত করবে। এরূপ সদকা থেকে তো উত্তম ছিলো যে, সে কিছুই না দিতো, বরং তাকে কোন ভাল কথা বলে দিতো, ক্ষমা চেয়ে নিতো বা অন্য কোন লোকের নিকট পাঠিয়ে দিতো। এখানে ঐসকল লোকের জন্য উপদেশ বিদ্যামন যে, যারা প্রথমে খুশি হয়েই অভাবগ্রস্থদের সাহায্য করে দেন, কিন্তু পরে বিদ্রুপের তীর তাদের বুককে ঝাঁঝড়া বানিয়ে দেয়। কোন বিষয়ে সামান্য রাগ কেন এলো, সাথেসাথেই নিজের করুণা করার লম্বা তালিকা শুনিয়ে দেয়া শুরু করে। যেমন; বলা হয়, অমুকের জন্য আমি চাকরির সুপারিশ করেছিলাম, আজ আমার কথাই শুনছেনা। যখন তার মা হাসপাতালে ধুকছিলো তখন আমিই তাকে সাহায্য করেছি। তার মেয়ের বিয়ে আমিই দিয়েছি, আজ আমার সকল দয়াকে সে ভূলে গেছে ইত্যাদি। মনে রাখবেন! এরূপ কথা বৃথাই বৃথা, কেননা সম্পদ তো আপনি দিয়েই দিয়েছেন, এখন খোঁটা দিয়ে এবং বিদ্রুপ করে সাওয়াব নষ্ট করবেন না। ৩য় পারায় সূরা বাকারার ২৬৪ নং আয়াতে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُبْطِلُوْا صَدَقٰتِكُمْ بِالْمَنِّ وَ الْاَذٰى

(১ম পারা, সূরা বাকারা, আয়াত ২৬৪)

<u>কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:</u> হে ঈমানদারগণ! আপন দানকে নিষ্ফল করে দিওনা, খোঁটা দিয়ে এবং ক্লেশ দিয়ে।

তাফসীরে মাদারিকে হযরত সায়্যিদুনা আবুল বারাকাত আব্দুল্লাহ বিন আহমদ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এই আয়াতে মোবারাকার আলোকে বলেন: যেভাবে মুনাফিকের আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি অর্জন উদ্দেশ্য নয় এবং তারা নিজের সম্পদকে লোক দেখানোর জন্য ব্যয় করে নষ্ট করে দেয়, সেভাবে তোমরা খোঁটা দিয়ে এবং কষ্ট দিয়ে আপন সদকার প্রতিদানকে নষ্ট করো না।

(তাফসীরে মাদারিক, ৩য় পারা, সূরা বাকারা ২৬৪ নয় আয়াতের পাদটিকা, ১৪৭ পৃষ্ঠা)

তিনটি প্রয়োজনীয় বিষয়

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জানা গেলো যে, সদকা দিতে গিয়ে তিনটি বিষয়ের প্রতি সজাগ থাকা আবশ্যক: (১) সদকা দিয়ে খোঁটা না দেয়া (২) যাকে সদকা দিবে, তার মনকে বিদ্রুপের তীর দ্বারা ক্ষত না করা (৩) সদকা একনিষ্ঠতা সহকারে এবং আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য দেয়া।

মুসলমানকে বিদ্রুপ করে, খোঁটা দিয়ে মনে কষ্ট প্রদানকারী এবং লৌকিকতার আপদে লিপ্তদের জন্য ভাবনার বিষয়, সুতরাং তাদের উচিৎ যে, যখনই সদকা ও খয়রাত করার সৌভাগ্য অর্জিত হয় তখন আলোচ্য বিষয় তিনটির প্রতি সজাগ থাকা, এমন যেনো না হয় যে, কাল কিয়ামতের দিন তারাও ঐসকল অসহায়দের মধ্যে গন্য হলো, যারা অসংখ্য নেকী নিয়ে এসেছিলো কিন্তু খালি হাতে রয়ে গেলো।

৬৮ নং নেক আমলের প্রতি উৎসাহ প্রদান:

দান-সদকা করার অভ্যাস গড়ার জন্য দা’ওয়াতে ইসলামী দ্বীনি পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যান এবং ১২ দ্বীনি কাজের মধ্যে পরিপূর্ণ অংশ গ্রহণ করুন মাদানী কাফেলায় সফর এবং নেক আমলের রিসালা

পূরণ (ঋরষষ) করে প্রতি মাসের প্রথম তারিখ জমা করান। শায়খে তরিকত আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه ’র প্রদান কৃত “৭২ নেক আমল” এর মধ্য হতে ৬৮ নং নেক আমল হলো, আপনি কি এই মাসে কোন সুন্নী আলিম (বা মসজিদের ইমাম, মুয়াজ্জিন, খাদিম) কে কিছু না কিছু আর্থিক খিদমত করেছেন? এই নেক আমলটিও সদকার অন্তর্ভূক্ত যদি আমরা নিয়মিত “৭২ নেক আমল” এর রিসালা পূরণ (ঋরষষ) করা শুরু করুন তাহরে ধীরে ধীরে অনেক নেক আমলের অভ্যস্ত হয়ে যাবেন।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সদকা ও খয়রাত করার সময় এই বিষয়টির উপরও বিশেষভাবে খেয়াল রাখা উচিৎ যে, কাকে সদকা দেয়া যাবে আর কাকে দেয়া যাবেনা, দূর্ভাগ্যজনকভাবে আজকাল সমাজে হকদার এবং অভাবগ্রস্থদের খুঁজে পাওয়া দুস্কর হয়ে গেছে, কেননা এরূপ অনেক লোকও দেখা যায় যে, যারা একেবারে সুস্থ সবল, কিন্তু নিজেকে গরীব ও নিঃস্ব এবং অভাবগ্রস্থ বলে ভিক্ষার হাত প্রসারিত করতে এতটুকু লজ্জিত হয়না। সুতরাং এবিষয়ে অনেক সতর্কতার প্রয়োজন, যে আসলেই অভাবগ্রস্থ বা উপার্জনের ক্ষমতা নেই, এরূপ লোকদেরকেই দিতে হবে, পেশাদার ভিক্ষুককে কখনোই দিবেন না, নয়তো এমন যেনো না হয় যে, সাওয়াবের পরিবর্তে আমাদের আমলনামায় গুনাহ লিখে দেয়া হলো। যেমনটি আলা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর বর্ণনার সারমর্ম হলো: যার ভিক্ষা করা হালাল নয়, এরূপ ভিক্ষুকদের অবস্থা জেনে তাদের কিছু দেয়া কোন সাওয়াবের কাজ নয় বরং নাজায়িয ও গুনাহ এবং গুনাহের কাজে সাহায্য করা। **(সংশোধিত ফতোয়ায়ে রযবীয়া থেকে সংক্ষেপিত, ১০/৩০৩)**

নবীয়ে আকরাম, নূরে মুজাসসাম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি মানুষের নিকট ভিক্ষা করে, অথচ সে ক্ষুধার্ত নয়, অধিক সন্তানাদীও নেই যে, তাদের ভরণ পোষনের ক্ষমতা রাখেনা, তবে কিয়ামতের দিন এভাবে আসবে যে, তার মুখে মাংস থাকবে না।

(শুয়াবুল ঈমান লিল বায়হাকী, ৩/২৭৪, হাদীস নং-৩৫২৬)

অতএব যাকাত, দান-সদকা দেয়ার পূর্বে গভীরভাবে চিন্তা করা উচিত আর কতোই না ভালো হয় যে, গরীব মিসকিন, ইয়াতিম, বিধবা, অভাবী ও আত্মীয়-স্বজনদের সাথে সাথে আমরা আমাদের সদকা ও দান-অনুদান নেক কাজ, মসজিদ - মাদরাসা সমূহের নির্মাণ ও উন্নয়ন মূলুক কাজে এবং দ্বীন ইসলামের উৎকর্ষতা ও ইলমে দ্বীনে প্রচার-প্রসারের খাতির ইলমে দ্বীন অর্জনকারী শিক্ষার্থীদের জন্য দা'ওয়াতে ইসলামীকে দিয়ে নিজের পরকালের পাথেয় সংগ্রহ করে নিই। মনে রাখবেন! সাধারণ অভাবগ্রস্থদের পরিবর্তে দ্বীনের জন্য নিজ বাড়ি ঘর ছেড়ে মাদরাসায় অবস্থান গ্রহণকারী অভাবগ্রস্থ ছাত্রদের অভাব পূরণ করা এবং তাদের আর্থিক সহায়তা করা বেশি উত্তম। সুতরাং মাকতাবাতুল মদীনার কিতাব “যিয়ায়ে সাদাকাত” এর ১৭২ পৃষ্ঠায় রয়েছে: ইমাম গাযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ উদ্ধৃত করেন যে, একজন আলিমের অভ্যাস ছিলো যে, তিনি সদকা দেয়াতে সূফী ফকিরদের প্রাধান্য দিতেন। তাঁকে আরয করা হলো যে, আপনি যদি সাধারণ ফকিরদের সদকা দেন তবে কি তা উত্তম নয়? উত্তর দিলেন: এই নেক লোকেরা সর্বদা আল্লাহ পাকের যিকির ও মুহাব্বতে মগ্ন থাকে, যদি তাদের উপর ক্ষুধা ও বিপদ আসে তবে তাদের এই ব্যস্ততায় বাঁধা আসবে, সুতরাং আমার নিকট দুনিয়ার হাজারো অভাবগ্রস্থকে দেয়ার চেয়ে উত্তম যে, একজন সত্যিকার দ্বীনদারকে দেয়া।

যখন হযরত সায়্যিদুনা জুনাইদ বাগদাদী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ কে এই কথা বলা হলো, তখন তিনি তা পছন্দ করলেন এবং বললেন: এই ব্যক্তি আল্লাহ পাকের অলীদের মধ্যে একজন, আমি আজ পর্যন্ত এরূপ ভাল কথা শুনিনি। **(যিয়ায়ে সাদাকাত, ১৭২ পৃষ্ঠা)**

অনুরূপভাবে হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ বিন মুবারক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ (যিনি ইমাম আযম আবু হানিফা رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর বিশেষ শাগরেদ এবং হানাফি ফিকাহ শাস্ত্রের ইমাম ছিলেন) আলিমদের সাথে বিশেষভাবে সৌহাদ্যপূর্ণ আচরণ করতেন, তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো: আপনি সবার সাথে একইরূপ আচরণ করেন না কেন? বললেন: আমি আম্বিয়ায়ে কিরামদের (عَلَيۡهِمُ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর সাহাবায়ে কিরাম عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان) পর ওলামা ছাড়া আর কারো মর্যাদাকে উচ্চতর মনে করিনা, একজন আলিমও যদি নিজের চাহিদার কারণে ধ্যানচ্যুত হন তবে তিনি আসলে দ্বীনের খেদমত করতে পারবে না এবং দ্বীনি শিক্ষায় তার সঠিক মনোযোগ থাকবে না। সুতরাং তাদেরকে জ্ঞানের খেদমত করার জন্য অবসর করে দেয়া উত্তম।

(যিয়ায়ে সাদাকাত, ১৪২ পৃষ্ঠা)

দানবক্স বিভাগ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! اَلۡحَمۡدُ لِلّٰه! হাজারো আশিকানে রাসূল, বিভিন্ন ভাবে "আশিকানে রাসূলের মসজিদ ভরা সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি কাজের জন্য আর্থিক সহযোগীতার সৌভাগ্য লাভ করে থাকে, আপনিও দা'ওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি কাজ সমূহে ভালোভাবে অংশ গ্রহণ করুন, হতে পারে আমাদের মধ্যে কারো মনে প্রশ্ন জাগে যে, আমি কিভাবে দা'ওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি কাজে অংশ গ্রহণ করতে পারি?

আসুন! একটি খুব সহজ পদ্ধতি আপনাদের খেদমতে উপস্থাপন করছি যেটার মাধ্যমে সকলে দাওয়াতে ইসলামীকে দান-অনুদান প্রদানে অংশ গ্রহণ করার ক্ষেত্রে সফল হতে পারবেন, সেটা কি, "দান বক্স বিভাগ (Donation Boxes) 'র মাধ্যমে আর্থিক সহযোগীতা।

দা'ওয়াতে ইসলামীর "দানবক্স" বিভাগের পক্ষ থেকে একটি বক্সের ব্যবস্থা করা হয়েছে, এই দান বক্স দোকান, কারখানা, মার্কেট, শপিংমল, মেডিকেল স্টোর এবং অফিস ইত্যাদিতে রাখার পাশাপাশি ঘরেও রাখা যাবে, যাতে আমরা সহজ ভাবে প্রতিদিন কিছু না কিছু অর্থ বক্সে ফেলতে পারি, যারা দোকানদার তারা ভালো ভালো নিয়্যত সহকারে তাদের গ্রাহকদের (Customers) একক প্রচেষ্টার মাধ্যমে তাদেরকেও আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করার উৎসাহ প্রদান ও ফযীলত বর্ণনা করে তাদের দান-সদকার অংশও যোগ করার ব্যবস্থা করেন তো মদীনা মদীনা হতো।

পরামর্শ স্বরূপ আরজ হলো আমরা প্রতিদিন একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা নির্ধারণ করে নিই যেমন ৫ টাকা হোক, সুতরাং প্রতিদিন ৫ টাকা করে ফেলতে থাকি এবং দানবক্সের নির্ধারিত পদ্ধতি অনুযায়ী এই দান-অনুদানের অর্থ যিম্মাদারের নিকট জমাও করিয়ে দিই।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যদি আমরাও আমাদের মধ্যে আল্লাহ পাকের রাস্তায় ব্যয় স্পৃহা জাগ্রত করতে চাই তাহলে আসুন দা'ওয়াতে ইসলামীর সুন্দর দ্বীনি পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যায়, اِنْ شَآءَ الله এই দ্বীনি পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার বরকতে আমাদের মধ্যেও অন্যান্য বৈশিষ্ট সৃষ্টি হওয়ার পাশাপাশি আল্লাহর রাস্তায় দান-সদকা করার অভ্যাসও সৃষ্টি হয়ে যাবে। اِنْ شَآءَ الله

বসার সুন্নাত ও আদব

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসুন! বসার কিছু সুন্নাত ও আদব শ্রবণ করি: চারজানু হয়ে বসা নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হতে প্রমাণিত। ✯ যেখানে কিছুটা রোদ এবং কিছুট ছায়া থাকে সেখানে বসা থেকে বিরত থাকুন। নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যখন তোমাদের মধ্যে কেউ ছায়ায় বসে, অতঃপর ছায়া সেখান থেকে সরে যায় আর সেটার কিছু অংশ রোদ ও কিছু অংশ ছায়া হয়ে যায়, তবে তার সেখান থেকে উঠে যাওয়া উচিৎ।" **(আবু দাউদ, ৪/ ৩৩৮, হাদীস নং- ৪৮২১)** ✯ কিবলামুখী হয়ে বসুন। **(রিসাইলে আত্তারিয়া, ২য় অংশ, ২২৯ পৃষ্ঠা)** ✯ আ'লা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, মাওলানা ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ লিখেন: পীর ও ওস্তাদের অনুপস্থিতিতে তাঁদের আসনে না বসা।

(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২৪/৩৬৯/৪২৪ পৃষ্ঠা)

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

ঘোষাণা

বসার অবশিষ্ট সুন্নাত ও আদব তরবিয়াতী হালকায় বয়ান করা হবে অতএব জানার জন্য তরবিয়াতী হালকায় অবশ্যয় অংশ গ্রহণ করুন।

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ الْعَالِى الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **রাসূলে পাক** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৫১ পৃষ্ঠা)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত; নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ৬৫ পৃষ্ঠা)

(৩) রহমতের ৭০টি দরজা:

صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। (আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِ اللهِ صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়। (আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৪৯ পৃষ্ঠা)

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে, এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে। (আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)

(৬) দরূদে শাফায়াত:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়। (আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৩২৯, হাদীস ৩০)

(১) এক হাজার দিনের নেকী

جَزَی اللّٰهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَا هُوَ اَهْلُهٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰهُ عَنۡهُمَا থেকে বর্ণিত, **প্রিয় নবী, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّی اللّٰهُ عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: এ দোয়া পাঠকারীর জন্য সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন। **(মু'জামুয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল আদইয়াহ, ১০/২৫৪, হাদীস ১৭৩০৫)**

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো:

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الۡحَلِیۡمُ الۡکَرِیۡمُ سُبۡحَانَ اللّٰهِ رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبۡعِ وَرَبِّ الۡعَرۡشِ الۡعَظِیۡم

সহনশীল দয়ালু **আল্লাহ পাক** ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। **আল্লাহ পাক** পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের **মালিক** ও **প্রতিপালক।**

প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰهُ عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি রাতে এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো।

(তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب!   صَلَّی اللّٰهُ عَلٰی مُحَمَّد